আমার স্মৃতির খাতা

- ইউকা ওকুদা

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের দেড়শোতম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমার শান্তিনিকেতনের স্মৃতি নিয়ে কিছু লেখার সুযোগ দিয়েছেন অঞ্জলির সম্পাদক । আন্তরিক ধন্যবাদ ও প্রনাম জানিয়ে স্মৃতির পাতা খুলছি ।

বিশ্বভারতীর ছাত্রী-জীবন শেষ করে দেশে ফিরে আসার পর কেটে গিয়েছে অনেকগুলো দিন, তবু নির্দ্বিধায় বলতে পারি শান্তিনিকেতন এখনও রয়েছে আমার মন-প্রাণ জুড়ে ।

ওই যে আমার চোখে ভাসছে একটি মেয়ে, নীল রঙের শাড়ী পরে, ডান হাতে ছাতা খুলে ধরে, সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে -- সেই "আমি" । সম্ভবত সঙ্গীত-ভবনের ক্লাশে যাচ্ছে সে ।

সঙ্গীত ভবনের মেয়েদের শাড়ী পরাটা যেন প্রতীকের মত । তবে কোনো নিয়মে বাঁধা নয় , যেন স্বাভাবিক ভাবে মিশে আছে সুরের লহরিতে । পাশে কলা-ভবনের শিল্পীরা কামিজ পরে তাঁদের হাতে গড়া সৃষ্টির সাথে যেমন ভাবে মিশে থাকেন , ঠিক তেমনই । শান্তিনিকেতনের মেয়েদের মৌলিক শক্তি সেই যে মাটির রঙ আর হাওয়ার সুরের মধ্যে থেকে এসে যায় বুঝি । জীবন সুন্দর, সুন্দর জীবন -- এই প্রেরণা পেয়েছি গুরুদেবের ভালবাসায় ।

নতুন তোলা গুরুদেবের গান, গুন-গুন করে গাইতে গাইতে গরম হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে ফেরার পথে কি যে আনন্দ -- আঁচলের নাচন !

আমি তো বাঙালী নই ! তাতে কি আছে ? গুরুদেবের গানে তো মন ভরপুর ! এই গান আমাকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন মোহর দি , অর্থাৎ ৺শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় । সুরের কাঠামো শুধু নয়, তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন গানের ভিতর যে আনন্দ ধারা বইছে , সেই ছবিও ।

আম্রকুঞ্জে চাঁদের আলপনা, ছাতিম তলায় ধূপের রেখা, পলাশ ফুলে গাঁথা হাসির মালা, ঘন মেঘের বৃষ্টি ভেজা মাটির গন্ধ -- এই সব কিছু যে এক দিন আমার গান শুনেছিল তা ঠিক !

গোধুলিবেলার তীরে মোমবাতির আলোয় বসে শুরু করি রেওয়াজ । সা-রে- গা-মা----র প্রতিটি সুরে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের ছায়া খুঁজি । মনে হয় যেন পৃথিবীতে কোন অভাব নেই, আছে শুধু শান্তি, পূর্ণ শান্তি । খুঁজতে কোথাও যেতে হবে না, মনের মধ্যে আছে মন্দির, সাধনার পথে এগিয়ে গেলে কোনদিন হয়তো দেখা হতেও পারে । হাতে কিছু নেই, তবু সব আছে । পরমানন্দের আলোর পথ, মুক্ত আকাশ, মন চায় সে দিক দিয়ে যেতে ।

আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান
তার বদলে আমি চাই নে কোনো দান ।
ভুলবে সে গান যদি, না হয় যেয়ো ভুলে
উঠবে যখন তারা সন্ধ্যাসাগর কূলে,
তোমার সভায় যবে করব অবসান
এই ক'দিনের শুধু এই কটি মোর তান ।
তোমার গান যে কত শুনিয়েছিলে মোরে
সেই কথাটি তুমি ভুলবে কেমন করে ?
সেই কথাটি, কবি, পড়বে তোমার মনে
বর্ষামুখর রাতে, ফাগুন-সমীরণে --
এইটুকু মোর শুধু রইল অভিমান
ভুলতে সে কি পার ভুলিয়েছ মোর প্রাণ ।।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

শান্তিনিকেতনের স্মৃতির খাতায় দেখি সবাই হাসিমুখে হাত নাড়ছে । আমার এই খাতা কোনো দিন মিলিয়ে যাবে না । অন্তরের ভালবাসার জনকে আজ নতুন করে পাব বলে মনের কোণে শঙ্খ ওঠে বেজে । ❑